ফাতওয়া নাম্বার:৩৮৮ প্রকাশকালঃ১৫-০৭-২০২৩ ইং

নিসাবের অধিকারীর কুরবানী ও যাকাত প্রসঙ্গে

প্রশ্নঃ-১

আমি গত কয়েক বছর ধরে রমযান মাসে যাকাত আদায় করে আসছি, কিন্তু এই বছর রমযান আসার আনুমানিক তিনমাস আগে জমানো টাকাগুলো দিয়ে আমরা ১২ জন অফিস সহকর্মী মিলে ফ্ল্যাট কিংবা বিল্ডিং করার উদ্দেশ্যে ছয় গোন্ডা জমি কিনে ফেলি। এতে আমাদের জন প্রতি ৫৭০০০০ টাকা খরচ হয়। এখন ওই জমির যে পরিমাণ অংশ প্রত্যেকের ভাগে পড়বে, সেই পরিমাণ জমির মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে আমাকে কি এই বছর কুরবানী দিতে হবে?

প্রশ্নঃ-২

আমি কয়েকজনের কাছে ৪৪ হাজার টাকা পাওনা আছি। যার মধ্যে ২৪ হাজার টাকার মেয়াদ এক বছর কিংবা তারও বেশি হবে। বাকি টাকাগুলো ধার দিয়েছি মাত্র চার মাস হবে। আমার এটিএম বুথে হাজার দশেক টাকা আছে। এদিকে আট হাজার টাকার মতো আমি ঋণী আছি। বুথের টাকাগুলোর মেয়াদ চার মাস। ওগুলো মাসিক বেতনের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচের জন্য রাখা হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমার ওপর কী যাকাত আসবে?

-মুহাম্মাদ রাসেল

উত্তরঃ-১

কার্যত ওই জমিটির ব্যবহার শুরু করার আগ পর্যন্ত তা কুরবানীর নেসাব গণ্য হবে এবং এ কারণে আপনার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। -দেখুন: বাদায়েউস সানায়ি: ৫/৬৪; তাতারখানিয়্যাহ: ৩/৪৫৪; ফাতাওয়া বায়্যিনাত: ৪/৫৬৭; আহসানুল ফাতাওয়া: ৭/৫০৬

উত্তরঃ-২

আপনি যেহেতু নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং নেসাবের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই যেদিন আপনার যাকাত বর্ষ পূর্ণ হবে, সেদিন আপনার হাতে থাকা সকল নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা অর্থ এবং মানুষের কাছে পাওনা অর্থ, সবগুলোর যাকাত দিতে হবে। এমনকি যে অর্থের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি এবং যেটা খরচের জন্য রেখেছেন, সেটারও যাকাত দিতে হবে। শুধু ঋণের ৮০০০ টাকার যাকাত দিতে হবে না। -সহীহ বুখারী: ১৪০৫; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/২২৭; আলবাহরুর রায়িক: ২/২২২; শুরুম্বুলালিয়্যাহ, হাশিয়াতুত দুরার: ১/৪৬৮; রদ্দুল মুহতার: ২/২৬২; তাওয়ালিউল আনওয়ার, মাখতুত

والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৮-১১-১৪৪৪ হি.

১৮-০৬-২০২৩ ঈ.